চুয়াডাঙ্গায় জেলা প্রশাসন ও র্যাবের ভেজাল বিরোধী যৌথ অভিযান

চুয়াডাঙ্গার সদরের পৌর কলেজের পাশে বাগানপাড়ার একটি বাড়ির গুদামে যৌথ অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন ও র্যাব। বৃহস্পতিবার দুপুর একটা থেকে বিকাল পাঁচ টা পর্যন্ত ওই ভেজাল বিরোধী অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের মুন সুপার মার্কেটে মোস্তফার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অভি-অনিক এন্টারপ্রাইজে অভিযান চালায় র্যাব।

পরে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে শহরের বাগানপাড়াায় তার ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। বাড়ির গুদাম থেকে জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণ নকল প্রসাধনী।

পরে নকল প্রসাধনী মজুদ রাখার অপরাধে ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯ এর ৪১ ধারায় গুদাম মালিক গোলাম মোস্তফাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। সিলগালা করা হয় গুদামটি।

চুয়াডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রীকে চেতনানাশক ঔষধ পান করিয়ে গলা কাটেন প্রেমিক মামুন

চুয়াডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রীকে চেতনানাশক ঔষধ পান করিয়ে ছুরি দিয়ে হত্যা করেছেন মামুন হোসেন (৩০)। প্রবাসী স্বামীর বাড়ি ফেরা

নিয়ে পরকীয়া প্রেমিক মামুন হোসেনের সাথে মনমালিন্যের সৃষ্টি হয় জেসমিন খাতুন আয়নার।

এরই জেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ভাগ্নে রাব্বিকে ব্যবহার করে শরবতের মধ্যে চেতনানশক ওষুধ মিশিয়ে আয়নাকে পান করায় মামুন। সেদিন রাতে আয়না জ্ঞান হারালে তার ঘরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে থাকা একটি ধারালো ছুরি দিয়ে গলা কাটে পরকীয়া প্রেমিক মামুন।

আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সাংবাদিকদের কাছে এমন তথ্য জানিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ।

এদিকে এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলার প্রধান অভিযুক্ত মামুন মন্ডলসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে চুয়াডাঙ্গা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক বলেন, জেসমিন খাতুন আয়নার স্বামী কুয়েত প্রবাসী হওয়ার সুবাদে তার সাথে প্রতিবেশী যুবক মামুন হোসেনের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এ সম্পর্কে দাবীতে মামুন হোসেন আয়নাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বিয়েতে আয়না খাতুনের অস্বীকৃতি তাদের মধ্যে বিবাদ তৈরি হয়। এরই মধ্যে প্রবাসী স্বামী হাবিবুর রহমান হাবিলের দেশে ফেরার খবরে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মামুন হোসেন। এরই এক পর্যায়ে চালানো হয় হত্যাকান্ড।

পুলিশ কর্মকর্তা আবু তারেক আরও বলেন, মরদেহটি বিবস্ত্র অবস্থায় ঘরে পড়ে ছিল। এ থেকে আমাদের সন্দেহ- ওই নারীকে হত্যার আগে ধর্ষন করা হতে পারে। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনো পাওযা যায়নি। তাই এখনই এ বিষয়টি নিশ্চিত নয়।

সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম জানান, ঘটনার পর থেকেই মাঠে নামে পুলিশ। একদিনের মধ্যেই হত্যার রহস্য অনেকটা উদঘাটন করা হয়েছে। এ হত্যা কাজে ব্যবহৃত বেশ কিছু আলামতও জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে হত্যায় ব্যবহৃত রক্তমাখা ছুরি, চেতনানাশক ওষুধ মেশানো পানির গ্লাস, রক্তমাখা কাপড়, মোবাইল ফোন, ঘাতকের স্যান্ডেল ও লুঙ্গি জব্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর রাত আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নতুন যাবদপুর গ্রামে প্রবাসীর স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন তিন জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। পরে গত ৮ সেপ্টেম্বর রাতে নিহতের ভাই আব্দুর রউফ দাবী হয়ে বেশ কয়েক জনকে অজ্ঞাত আসামী করে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়।মামলাটি প্রক্রিয়াধীন থাকবে বলে জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের এই দুই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

গাংনীতে গাঁজা ও ফেন্সিডিলসহ আটক-২

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা ও ফেন্সিডিলসহ দুজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

গতকাল বুধবার রাতে গাংনী থানার কাথুলী বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো কাথুলী গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রকিব মিয়া (২৩) ও একই গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে আশিক ইসলাম (২১)।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসি জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে এসআই অজয় কুমার কুন্ডু, এএসআই হেলাল উদ্দিন, এএসআই মাহাতাব উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী থানার কাথুলী বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে রকিব ও আশিককে আটক করা হয়।

এসময় তাদের কাছ থেকে ৫ বোতল ফেন্সিডিল ও ৫’শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় লাশ উদ্ধারের ঘটনায় ৫ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার গবরগাড়া গ্রামের মেয়ে শর্মিলা আক্তার উর্মির স্বামীগৃহ উথলী থেকে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরিবারের দাবি উর্মিকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করেছে শশুর বাড়ির লোকজন। জীবননগর থানায় মামলা না নেয়ায় উর্মির মামা বাদি হয়ে স্বামী জিউর রহমানকে প্রধান আসামী করে ৫ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অভিযোগ ওঠায় লাশের ময়না তদন্ত করা হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের গবরগাড়া গ্রামের জহুরুল ইসলামের মেয়ে শর্মিলা আক্তার উর্মি খাতুনের ২০১৩ সালে পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয় জীননগর থানার উথলী গ্রামের তেতুল তলা পাড়ার ডেঙ্গর আলীর ছেলে জিয়াউর রহমানের সাথে।

উর্মির মা আছমা খাতুন অভিযোগ করে বলেন, বিয়ের পর থেকে নানা কারণে স্বামীসহ শশুরবাড়ির লোকজন শারিরিক ও মানষিক ভাবে উর্মির ওপর নির্যাতন করত। বিয়ের পরপরই সন্তান না হওয়ায় নানা কথা শুনতে হতো উর্মিকে। এরি মধ্যে উর্মি ৩ মাসের অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়লে গত ২৭ আগষ্ট স্বামী জিয়াউর রহমানসহ তার শশুরবাড়ির লোকজন পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করে গলাই ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছে বলে প্রচার করেছে।

ঘটনার দিন দুপুরের দিকে উর্মির শশুর বাড়ি থেকে আমাদের কোন সংবাদ দেয়া হয়নি। অন্যের কাছে সংবাদ পেয়ে ছুটে যায়। আমার মেয়ে আত্নহত্যা করতে পারে না তাকে হত্যা করা হয়েছে। বিষয়টি তখনও জীবননগর থানায় গিয়ে বলে ছিলাম আমাদের কোন কথায় শুনেনি পুলিশ। পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কাছে গিয়ে আমি একই কথা বলেছি। আমার মেয়ে আত্নহত্যা করেনি। তাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে।

উর্মির মা ক্যান্সার আক্রান্ত এবং পিতা অক্ষরজ্ঞানহীন হওয়ায় উর্মির মামা আলম বাদি হয়ে গত ৬ সেপ্টম্বর বিজ্ঞ আমলী আদালত

জীবননগর থানায় জিয়াউর রহমানকে প্রধান আসামী করে পিতা ডেঙ্গর আলী, মা ছালেহা বেগম,ভাই সামসুল, ভাবী সোনিয়া খাতুন ও মহাসীন আলীর ছেলে আনিছুর রহমানের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

মামলার আইনজীবি নাজমুল হাসান লাভলু বলেন, বিজ্ঞ আদালতের বিচারক মানিক দাস বিষয়টি আমলে নিয়ে জীবননগর থানাকে মামলাটি এজাহার ভুক্তকরে প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

জীবননগর থানার অফির্সার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা গহেরপুরে মেয়েকে বিয়ে না দেয়ায় মেয়ে, মা-বাবাকে পিটিয়ে জখম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার গহেরপুর গ্রামে মেয়েকে বিয়ে না দেওয়ায় মেয়ে, মা ও বাবা কে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে শফিকুল ইসলাম গঙের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় মেয়ের মা বাদি হয়ে তিন জনকে আসামী করে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গহেরপুর গ্রামের মাঝের পাড়ার ছানোয়ার হোসেন ও বেবী সুলতানার পালিত মেয়ে সাদিয়া আক্তার মিষ্টিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় একই গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে শফিকুল ইসলাম। বিয়েতে অসন্মতি জানায় মিষ্টির মা বাবা। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শফিকুল ইসলাম (৩০), বড়ভাই বকুল হোসেন (৩৫) ও দাদা আমির হোসেন (৫৫) ক্ষিপ্ত হয়ে গত সোমবার সকাল ১০টার দিকে সাদিয়া, মা বেবী সুলতানা ও পিতা ছানোয়ার হোসেনকে পিটিয়ে জখম করে এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

আহতদের উর্দ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। বর্তমানে আহতরা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

রয়েছে।

এ ঘটনায় মিষ্টির মা বেবী সুলতানা বাদি হয়ে দর্শনা থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

কালীগঞ্জে বেকারী মালিককে জরিমানা

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন ও র্যাব,৬ এবং ভোক্তা অধিকারের সহযোগীতায় পরিচালিত যৌথ অভিযানে জেলার কালীগঞ্জ শহরের মুসলিম বেকারী থেকে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ও মেয়াদোত্তীর্ণ তৈরী খাবার উদ্ধার করা হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের গোহাটা রোডের মুসলিম বেকারীর ফ্যাক্টরি থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জিন্নাতুল ইসলাম পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালত স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ইউরিয়াসহ অন্যান্য রাসায়নিক দিয়ে খাদ্য সামগ্রী তৈরী করার অপরাধে বেকারীর মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ৩ মাস কারাদন্ড প্রদান করেন। পরে এগুলো শহরের চিত্রানদীতে ফেলিয়ে দিয়ে ধবংস করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন র্যাব -৬ এর কোম্পানী কমান্ডার মেজর মোহম্মদ শরিফুল ইসলাম, র্যাব ৬’র এ এস আই,তারেক আমান বান্না, ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল ছাড়াও র্যাবের অন্যন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ- র্যাব-৬ এর কোম্পানী কমান্ডার মেজর মোহম্মদ শরিফুল আহসান জানান, তারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পান যে, দীর্ঘদিন ধরে কালীগঞ্জের মুসলিম বেকারীতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে পাউরুটি, বিস্কুটসহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তৈরী করে পাইকারী বিক্রি করা হচ্ছে।

এরপর মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে বেকারীটিতে অভিযান চালিয়ে খাদ্যে ব্যবহৃত ইউরিয়াসহ অন্যন্য রাসায়নিক পদার্থ উদ্ধার করা হয়।

পরে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট জিন্নাতুল ইসলাম পরিচালিত ভ্রাম্যমান আদালতে বেকারীর মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদয়ে ৩ মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। পরে এগুলো জনসম্মুখে চিত্রানদীতে ফেলে নষ্ট করা হয়।

কুষ্টিয়ায় খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান! ৫ প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

কুষ্টিয়ায় র্যাবের বিশেষ মোবাইল কোর্ট সপ্তাহ-২০২১ উপলক্ষে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও পরিবেশনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে শহরের পাঁচটি হোটেল রেস্তোরাঁকে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার দিন ব্যাপী র্যাব-১২, সিপিসি-১, (কুষ্টিয়া ক্যাম্প) ও জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্প কোম্পানী কমান্ডার স্কোয়াড্রন লীডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খানের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কুষ্টিয়া জেলা শহরের চৌড়হাস এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করা অপরাধে ওভাল ফুড প্রডাক্টসকে ২০ হাজার, শহরের মজমপুরের শিল্পী হোটল এন্ড রেস্টেুরন্টকে ৫০ হাজার, খেয়া রেস্তোরাঁকে ২৫ হাজার, মৌবনকে ৩৫ হাজার, বনফুড কোং এন্ড রেস্টেুরেন্টকে ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করে।

এ সময় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী

ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার খাদিজা খাতুন ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারা মোতাবেক অর্থদন্ড প্রদান করেন। এছাড়াও জেলায় দালাল, মাদক, ও ভেজাল এবং প্রতারণাসহ বিভিন্ন অপরাধ দমনে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ আটক-১

মেহেরপুরে গাঁজাসহ সিরাজুল ইসলাম পচা (৬০) নামের এক বৃদ্ধকে আটক করেছে জেলা ডিবি পুলিশ। সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক সিরাজুল ইসলাম পচা আমঝুপি বিশ্বাস পাড়ার মৃত খুসাল মন্ডলের ছেলে। মেহেরপুর ডিবি সূত্রে জানা গেছে, আমঝুপি এলাকায় মাদক নিয়ে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মুক্ত রায় চৌধুরী এর নেতৃত্বে এএসআই আহসান হাবীব, এএসআই হেলাল উদ্দিন এএসআই মাহাতাব উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে আমঝুপি বিশ্বাস পাড়ায় অভিযান চালিয়ে ১’শ গ্রাম গাঁজাসহ সিরাজুল ইসলাম পচাকে আটক করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মাদক মামলার প্রস্তুতি চলছে। তার বিরুদ্ধে আরো একটি মাদকের মামলা রয়েছে।

সিরিয়াল কিলার রওশন মেহেরপুর কারাগারে

জাসদের প্রতিষ্ঠাতা ও মুক্তিযদ্ধের অন্যতম সংগঠক কাজী আরেফসহ ৫ জনকে হত্যা মামলার ফাঁসির আসামি রওশন আলীকে মেহেরপুর কারাগারে নেওয়া হয়েছে।

সোমবার বেলা ১১ টার দিকে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে রওশনকে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে মেহেরপুর কারাগারে নেয়ার নির্দেশ দেন। পরে কড়া পুলিশি প্রহরায় তাকে কারাগারে নেওয়া হয়।
ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রওশন আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল বাকী হত্যা, ভবানীপুর গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ হোসেন মাস্টার এবং আলম হুজুর হত্যা মামলারও আসামি। রওশন আলী গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের নাইয়েদ আলীর ছেলে।
জানা গেছে, ২২ বছর আত্মগোপনে থাকার পর কয়েকদিন আগে রাজশাহী থেকে র্যাবের হাতে আটক হন রওশন। আত্মগোপনে থেকে রওশন নাম পাল্টে উদয় মন্ডল নামে সে ২২ বছর ধরে রাজশাহী এলাকার একটি গ্রামে বসবসা করে আসছিলেন। এবং জাতীয় পরিচয় পত্রে তিনি উদয় মন্ডল নাম ব্যবহার করে আসছিলেন।
জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর, পীরতলা, কাজীপুর, আড়পাড়া, শানঘাট, চান্দামারী এবং কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ত্রাস ছিলেন রওশন আলী। ১৯৯৯ সালের ১৩ এপ্রিল প্রকাশ্য দিবালোকে আব্দুল বাকী চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় বাকীর ভাই সাজ্জাদুল স্বপন বাদি হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার আসামি হিসাবে রওশন আলীকে ২০১৭ সালের ২৭ এপ্রিল মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক টি এম মুসা রওশনকে ফাঁসির আদেশ দেন।
বাকী হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস পর প্রকাশ্য দিবালোকে ভবানীপুর-পীরতলা মাঠের সড়কে গুলি করে আমাজদ মাস্টারকে হত্যা করে রওশন গ্রুপ। হত্যা মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এর আগে আমজাদ মাস্টার ও আব্দুল বাকীর ঘনিষ্টজন হিসেবে পরিচিত ভবানীপুর গ্রামের আলম হুজুরকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করেছিল রওশন ও তার বাহিনীর সদস্যরা।
১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে একটি সভা চলছিল। সভার সময় ব্রাশ ফায়ারে জাসদের পাঁচজন নেতা নিহত হন। দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক কাজী আরেফ আহমেদ ছাড়াও নিহত হন তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সভাপতি লোকমান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, স্থানীয় জাসদ নেতা ইসরাইল হোসেন এবং শমসের মণ্ডল। ওই মামলায় ২০০৪ সালের ৩০ অগাস্ট রওশন আলীসহ ১০ জনের ফাঁসি এবং ১২ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন কুষ্টিয়া জেলা জজ।

২০১৬ সালের ৮ জানুয়ারী রাতে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি কার্যকর হয় ৩ আসামীর। এরা হলেন-কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার রাজনগর গ্রামের হাবিবুর রহমান, কুর্শা গ্রামের আনোয়ার হোসেন ও রাশেদুল ইসলাম। আসামিদের মধ্যে কারাগারে একজনের মৃত্যু হয় আর বাকীরা পলাতক রয়েছে। এর মধ্যে রওশন আলী আটকের মধ্য দিয়ে আরও একজন আটক হলো।

মুজিবনগরে চুরিকৃত মোবাইল ও টাকা উদ্ধার! চোর আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে চুরিকৃত মোবাইল ও টাকাসহ শাহিন রেজা (২৯) নামের এক চোরকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। আটক শাহিন রেজা মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।

গত শনিবার বিকেলে চোর শাহিন রেজার বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার শয়ন কক্ষ থেকে চোরায় কৃত তিনটি মোবাইল ও ১৮ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) আব্দুল হাশেম, জানান গত ২ তারিখে শিবপুর গ্রামের বাশার শেখ (কাটু)র, ছেলে আবুল কালাম আজাদ, মুজিবনগর থানায় মোবাইল ও টাকা চুরির বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করে।

তার অভিযোগের প্রক্ষিতে আমার নির্দেশে, মুজিবনগর থানাধীন বিশ্বনাথপুর আইসি পুলিশ ফাড়ির এস আই ঈস্রাফিল তদন্ত শুরু করে। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার বিকেলে এস আই ঈস্রাফিল সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে, সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে, শাহিন রেজাকে তার বাড়ি থেকে চুরিকৃত মোবাইল ও টাকা সহ আটক করে।

তিনি আরো বলেন, চোর শাহিন অনেক দিন থেকে এলাকার বিভিন্ন গ্রামে রাতের আধারে মোবাইল সহ বিভিন্ন মালামাল চুরি করত। মূলত এটাই ছিল

তার পেশা। আটককৃত চোরকে মামলা দিয়ে কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে।